দৈনিক জনকণ্ঠ ২৩

তারিখ 05 FEB 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএসসি কেন?

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল জানুয়ারি '৯৫ থেকে বাংলাদেশে দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে এসএসসি প্রোগ্রাম চালু করেছে। যারা নানা অসুবিধার কারণে প্রচলিতভাবে বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি বা পারছে না, তাদের জন্য উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়ার সুযোগ উন্মুক্ত। ১৪ বছরের পর যে কোন বয়সের লোক এসএসসি প্রোগ্রামে ভর্তি হতে পারবে তবে শিক্ষার্থীকে অন্ততপক্ষে কোন স্বীকৃত মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে অষ্টম শ্রেণী পাস হতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে অধিক বয়স কোন সমস্যা নয়।

আমাদের দেশের অনেকেই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করে ব্যবসা, চাকরি তথা নিজেদের সাংসারিক কাজে নেমে পড়েন। বিশেষ করে গ্রামে এর সংখ্যা অনেক বেশি। গ্রামের মেয়েদের অনেকেরই অষ্টম শ্রেণী পাস করার পর বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পর তাদের সাংসারিক কাজকর্ম এতটা বেড়ে যায় যে, আর

আবু তোহা

স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা করারসুযোগ থাকে না। ছেলেমেয়ে বড় ও শিক্ষিত হয়ে যায়। এসময় ঐ অষ্টম শ্রেণী পাস মা'য়েরও শিক্ষাগ্রহণ করতে ইচ্ছা হয় কিন্তু সে ননম্যাট্রিক বলে পারিবারিক এমনকি সমাজের কাছে তাকে অনেকটা মাথা নিচু করে থাকতে হয়। কিন্তু তার সেই বয়সে তো আর প্রচলিত পন্থায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার কোন অবস্থা থাকে না। এছাড়া অনেকের পারিবারিক অবস্থা দুর্বল থাকার কারণে তাদের ছেলে-মেয়েদের আর স্কুলে পড়ায় না। ঐসব ছেলে-মেয়ে হয় বিভিন্ন অফিসে ছোট চাকরি নেয়, নতুবা বাবা-মায়ের সাথে সাংসারিক কাজে সহায়তা করে। এছাড়াও স্কুলত্যাগী ছেলেরা ছোটখাটো ব্যবসা করে কিংবা দরিদ্র পিতাকে মাঠে কৃষিকাজে সাহায্য করে। কিন্তু এসবের পরও অনেকের শিক্ষার প্রতি চাহিদা থাকে, আগ্রহ থাকে। পড়াশোনা করে এসএসসি পাস করতে চায়। কিন্তু চাকরি, ব্যবসা, মাঠের কাজ সেরে প্রচলিত পন্থায় পড়াশোনা করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। সাথে সাথে বয়সও বায় বেড়ে। দেশে এভাবে ধীরে ধীরে শিক্ষার হার নেমে যাচ্ছে। দ্বিতীয়বার পড়াশুনা করার সুযোগ থাকছে না। সেজন্যই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ঝরে পড়া অর্থাৎ যারা ব্যবসা করে চাকরি করে, দিনমজুর, নতুবা গৃহবধূদের জন্য এসএসসি প্রোগ্রাম প্রবর্তনের মাধ্যমে দ্বিতীয়বার পড়াশোনা করার সুযোগ করে দিচ্ছে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব প্রোগ্রামই দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত। দূর শিক্ষণ পদ্ধতি হচ্ছে ঘরে বসে নিজে নিজ দায়িত্বে পড়াশোনা করা। এই প্রোগ্রামের সকল ছাত্র-ছাত্রীকেই কিছুটা বইপত্র পড়া কিছুটা রেডিও টিভি'তে প্রচারিত বাউবি'র প্রোগ্রাম শোনা ও কিছুটা ক্লাস করার মাধ্যমে প্রস্তুত হতে হয়। দূরশিক্ষণ কার্যক্রমের সুবিধা হলো শিক্ষার্থী নিজে নিজে জ্ঞানের তৃষ্ণা মেটাতে পারেন। শেখার জন্য সময় ও স্থান নির্বাচনের স্বাধীনতা, নিজে নিজে শেখার অগ্রগতি সম্পর্কে জানার ব্যবস্থা, সময় ও মেধা অনুসারে শিক্ষার্থীর কোর্স নির্বাচন করা, শিক্ষাপ্রযুক্তি– যেমন রেডিও, টিভি, ভিসিআরসহ নানা ধরনের শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের সুবিধা, টিউটোরিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে নতুন শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ ঘটে।

এসএসসি প্রোগামের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বোর্ডের মতো মোট ১০টি বিষয়ের ওপরেই পরীক্ষা দিতে হবে। এখানে ব্যতিক্রম হলো উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সব পরীক্ষা এক সময়ে দিতে হয় না। কেউ ইচ্ছা করলে প্রথম বছর ৫টি বিষয়ে পড়তে পারে, আবার যাদের পক্ষে এক বছরে ৫টি বিষয়ে পড়তে কষ্ট হবে, তাদেরকে বছরে মাত্র ৩টি বিষয়ে পড়ার সুযোগ দিচ্ছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। যদি কেউ কোন বিষয়ে/কোর্সে ফেল করে তাহলে সে পরের বছর অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষার সময় সেই ফেল করা কোর্সটিতে পরীক্ষা দিয়ে পাস করতে পারে। যে কোর্সে পাস হয়ে গেল, সেটা চূড়ান্তভাবে পাস। এভাবে প্রথম বছর যে-যে কোর্সে পাস হয়ে যাবে, পরের বছরে সে বাদবাকি কোর্স থেকে ৩ বা ৫টা বিষয়ের ওপর ভর্তি হয়ে পড়তে পারে। আবার কোন কোর্সে যদি ফেল করে, তাহলে পুনরায় পরীক্ষা দিয়ে পাস করবে। প্রত্যেক কোর্সে অর্থাৎ বিষয়প্রতি ২০০ টাকা করে ভর্তি ফি দিতে হবে। প্রথম বছর কেউ ইচ্ছা করলে ৩টা বিষয়ে মোট ৬০০ টাকা বা ৫টা বিষয়ে মোট ১০০০ টাকা দিয়ে ভর্তি হতে পারে। যদি কোন বিষয়ে ফেল করে, তবে তাকে ফেল করা বিষয়ে ৫০ টাকা করে পরীক্ষার ফি জমা দিয়ে পুনরায় পরীক্ষা দিতে হবে। এভাবে সময় ও মেধা অনুসারে ২ বছর থেকে ৪ বা ৫ বছরের মধ্যে পুরো এসএসসি কোর্সটি সমাপ্ত করে সার্টিফিকেট গ্রহণ করা যাবে। ১০টি বিষয়ে যখন পাস হয়ে যাবে, তখন তাকে এসএসসি সার্টিফিকেট দেয়া হবে। আন্তরিকতাসহ পড়াশুনা করলে ২ বছরের মধ্যে এসএসসি পাস করা অতি সহজ। কোন শিক্ষার্থী একসঙ্গে ৫টির অধিক বিষয়ে পড়তে পারবে না। প্রথম বছর যে ৫টি বিষয়ে পড়তে হবে সেগুলো হলো, বাংলা ১ম পত্র ১০০ নম্বর। ইংরেজী ১ম পত্র ১০০ নম্বর, গণিত ১০০ নম্বর, বিজ্ঞান ১০০ নম্বর, ইতিহাস ওভূগোলে ১০০ নম্বর। আর পরের বছরের জন্য রয়েছে বাংলা দ্বিতীয়পত্র ১০০ নম্বর। ইংরেজী ২য় পত্র ১০০ নম্বর। কৃষি/গার্হস্থ্য অর্থনীতি ১০০ নম্বর। ধর্ম শিক্ষা ১০০ নম্বর। নৈর্বাচনিক বিষয় হিসাবে থাকছে (ক) হিসাবরক্ষণ ও ব্যবসা পদ্ধতি, (খ) অর্থনীতি ও পৌরনীতি, (গ) উচ্চতর গণিত। নৈর্বাচনিক বিষয় থেকে যে কোন ১টি বিষয় নিতে হবে এবং তাতে নম্বর থাকবে ১০০। বাংলা বা ইংরেজী প্রথম পত্র পাস না করে দ্বিতীয় পত্র পড়া যাবে না। অন্যান্য বিষয় পাসের জন্য কোন শর্ত নেই। ১৪ বছরের পর থেকে যে কোন বয়সের লোকই শুধুমাত্র অষ্টম শ্রেণী পাসের সার্টিফিকেট প্রদান করে ভর্তি হতে পারবেন। তবে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হলে মহিলাদের এবং বয়স্ক শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সুযোগ যাতে গ্রামের অবহেলিত এলাকায় পৌঁছতে পারে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোক যাতে লেখাপড়া শিখতে পারে, সেজন্য প্রত্যেক থানায় একটি করে মোট ৪৬০টি টিউটোরিয়াল কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষার্থী তার নিকটস্থ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত টিউটোরিয়াল কেন্দ্রে (সকল জেলা স্কুল ও থানার মাধ্যমিক বিদ্যালয়) ভর্তি হয়ে সেখানেই সরকারী ছুটির দিনে ক্লাস করবে এবং পরীক্ষা দিতে পারবে। নির্বাচিত টিউটোরিয়াল কেন্দ্রে ২০ টাকা জমা দিয়ে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হবে। যে স্কুল থেকে আবেদনপত্র কিনবে সেই স্কুলে বা বাউবি'র নির্ধারিত অন্য স্কুলে আবেদন পত্র জমা দেয়া যাবে। আবেদনপত্রের সাথে নিজের নাম-ঠিকানাসহ একটি মাঝারি ৯.৫" X ৪" আকারের একটি লম্বা খাম দিতে হবে যাতে ২ টাকার টিকিট লাগনো থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত কপি দিতে হবে। দিতে হবে পাসপোর্ট আকারের এক কপি ছবি। ছবির পিছন দিকে প্রার্থীর নাম ও ঠিকানা প্রত্যায়িত করা থাকবে। এগুলোসহ নিকটস্থ থানায় অবস্থিত নির্বাচিত স্কুলে হাতে হাতে বা ডাকযোগে পৌঁছাতে হবে। যে সব প্রার্থী মনোনীত হবে তাদের নামের তালিকা ঐ স্কুলের নোটিস বোর্ডে দেয়া হবে। মনোনীত হওয়ার পর শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট কোর্স ফি মনোনীত ব্যাংকে জমা দিয়ে তার রসিদ বাউবি'র লোকাল বা আঞ্চলিক কেন্দ্রে জমা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন ফরম নিয়ে তা পূরণ করতে হবে। পাসপোর্ট আকারের ৩ কপি ছবি স্বাক্ষরসহ জমা দিতে হবে। এবং শিক্ষার্থী নাম্বারসহ আইডি কার্ড নেবে। এই নম্বরসহ শিক্ষার্থীকার্ডই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগের মূল সূত্র। ঐ নম্বরটি উল্লেখ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যোগযোগ করতে হবে।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএসসি প্রোগ্রামে মোট বিষয় হচ্ছে ১০টি। প্রতি বিষয়ের/কোর্সের ফি ২০০ টাকা। ন্যূনতম ৩টি কোর্সে এবং সর্বোচ্চ ৫টি কোর্সে প্রতিবছর ভর্তি হওয়া যাবে। এই ফি প্রদানের মাধ্যমে পাঠ্য বই, টিউটোরিয়াল সার্ভিস, একটি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ, আঞ্চলিক ও লোকাল সেন্টারে পরামর্শের সুবিধা, টিভি ও রেডিও অনুষ্ঠানের সুবিধা, পরীক্ষার ফলাফল জানার জন্য মার্কশীট পাওয়া যাবে। এসএসসি প্রোগ্রামের জন্য অন্য যেসব ফি দিতে হবে তা হলো আবেদন পত্র ২০ টাকা। পুনরায় পরীক্ষা দেয়ার জন্য প্রতি কোর্সে ফি ৫০ টাকা। সনদপত্র ১৫০ টাকা। সাময়িক সনদপত্র ৬০ টাকা। প্রশংসাপত্র ২৫ টাকা ও চূড়ান্ত নম্বর কর্দ ৬০ টাকা।

বইপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক কেন্দ্র বা লোকাল সেন্টারে গিয়ে শিক্ষার্থী কার্ড দেখিয়ে নিতে পারবে। প্রতিবছর জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে বইপত্র দেয়া হবে। শিক্ষার্থী কার্ড এবং টাকা জমা দেয়ার রসিদ ছাড়া বইপত্র দেয়া হবে না। তবে বর্তমান বছরে ২ কিস্তিতে বইপত্র দেয়া হবে।

প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষা হবে এবং দেশের শিক্ষা বোর্ডগুলো অনুসৃত পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফলাফল বা পরীক্ষার মান নির্ধারণ করা হবে। ভর্তি ও পরীক্ষাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন অসুবিধা হলে প্রত্যেক জেলায় অবস্থিত লোকাল সেন্টার অথবা আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে তা জানা যাবে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরে আঞ্চলিক কেন্দ্র ও জেলা সদরে লোকাল সেন্টার স্থাপন করেছে। এছাড়াও রয়েছে প্রতি থানাতে থানা কমপ্লেক্স ভবনে টিউটোরিয়াল সেন্টার। এভাবে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রামীণ অবহেলিত জনগণের কাছে শিক্ষার সুযোগ উন্মুক্ত করতে প্রয়াসী। সকল স্তরের মানুষ যাতে লেখাপড়া শিখতে পারে সেজন্যই এই ব্যবস্থা। শিক্ষাগ্রহণ করতে ইচ্ছা করলে তাকে সুদূর ঢাকায় গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার প্রয়োজন হবে না। বিশ্ববিদ্যালয় এখন আপনার ঘরের মাঝে বা নিজের এলাকায়।